প্রথম আলো

তারিখ ... 14 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

বছরে একটা দিন হোক গণিতের জন্য

বছরে একটা দিন হোক গণিতের জন্য

মামুনুর রশীদ ●

নানা ব্যতিক্রমী আয়োজনের সঙ্গে রুবিকস কিউব প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, দেশের বিশিষ্ট গণিতবিদদের সম্মাননা প্রদান, বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণসহ নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে শেষ হলো ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো জাতীয় গণিত উৎসব-২০১৬।

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং *প্রথম আলোর* ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি ১৪ বছর ধরে এই উৎসবের আয়োজন করে আসছে। চলতি বছরের জুলাই মাসে হংকংয়ে অনুষ্ঠেয় ৫৭তম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের (আইএমও) জন্য বাংলাদেশ গণিত দলের সদস্যদের নির্বাচন করার লক্ষ্যে এবারের উৎসবে সারা দেশের ২৪টি জেলা শহরের আঞ্চলিক পর্বে অংশ

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

শেষ পৃষ্ঠার পর

নেয় প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী। এর মধ্য থেকে এক হাজারের বেশি বিজয়ী শিক্ষার্থীকে নিয়ে গত শুক্রবার রাজধানীর সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের মাঠে দুই দিনব্যাপী জাতীয় উৎসব শুরু হয়।

গতকাল শনিবার ৮১ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এর মধ্যে প্রাইমারি ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়ন নির্বাচিত হয়েছে নেত্রকোনা ল্যাবরেটরি স্কুলের ঈপ্সিতা জাহান, জুনিয়র ক্যাটাগরিতে সিরাজগঞ্জ কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের সৌমিক রঞ্জন পাল, সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে বরিশাল জিলা স্কুলের এস এম নাঈমুল ইসলাম এবং হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে সিলেটের আসিফ ই এলাহী। এর মধ্যে আসিফ ই এলাহী একই সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন অব দ্য অলিম্পিয়াড খেতাবও অর্জন করে। সুডোকুতে চ্যাম্পিয়ন হয় চট্টগ্রাম সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের মো. তৌকির হোসেন। সেরা বিজ্ঞান ক্লাবের পুরস্কার পেয়েছে খুলনার শ্রীনিবাস রামানুজন ম্যাথ ক্লাব। এ ছাড়া গণিতে বিশেষ অবদানের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুব্রত মজুমদার ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. ফজলী হোসেনকে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সভাপতি অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, গণিত হচ্ছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ভিত্তি। কিন্তু বাংলাদেশে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছিল। এ ব্যাপারে সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ ও এই উৎসবের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আবার বাড়তে শুরু করেছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বিজ্ঞান ও গণিতশিক্ষার প্রতি বর্তমানে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সভাপতি আরও বলেন, এই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আগামী বছর জাতীয় গণিত উৎসবের পরিসর আরও বাড়ানো হবে।

অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, আগামী বছরের জাতীয় উৎসব থেকে সেরা ৫০ প্রতিযোগীকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বৃত্তি নিয়ে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে।

গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ বলেন, 'এর আগে আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে ভারতের মতো একটি শক্তিধর দেশকে তোমরা পেছনে ফেলেছ। এটা যেন একবারের জন্য না হয়।'

অধ্যাপক লুৎফুজ্জামান বলেন, 'ইতিহাস পড়ে জানলাম, নারীরাই গণিতের উৎস। অথচ ইউরোপ-আমেরিকার অনেক জায়গায় একসময় মেয়েদের বিজ্ঞান পড়তে দেওয়া হতো না। কাজেই আমাদের মায়েদের বলছি, আপনার মেয়ের ভেতরের যে সম্ভাবনা, সেটাকে বিকাশের পথ করে দিন।'

ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইদুল হাসান বলেন, 'এমন একটি উৎসবের সহযোগী হওয়ার জন্য ডাচ্-বাংলা ব্যাংক গর্বিত। এ পর্যন্ত ১২টি অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়ে আমরা ৩টি রৌপ্য ও ১৫টি ব্রোঞ্জপদক পেয়েছি। আশা করছি, এবার আমরা স্বর্ণপদক পাব।'

গতকাল উৎসবের সমাপনী দিনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় সিসিমপুরের টুকটুকি, হালুম আর ইকরির পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। এরপরেই প্রতীকী গণিত সংসদে বিদ্যালয়গুলোতে বছরের অন্তত একটা দিন গণিতের জন্য বরাদ্দ রাখার প্রস্তাবের পাশাপাশি *প্রথম আলোতে* গণিতবিষয়ক আলাদা একটি পাতা চালু করার প্রস্তাবও পাস হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. আবদুল হাকিম খান, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস এবং বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান।

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো জাতীয় গণিত উৎসব-২০১৬ এর চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ীদের সঙ্গে অতিথিরা ● প্রথম আলো

গতকালের রুবিকস কিউব প্রতিযোগিতায় ঢাকার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের হুমায়ুন কবির ১১ দশমিক ২৫ সেকেন্ডে কিউব মিলিয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ডের অধিকারী হয়। নাচ-গান ও ছবির সঙ্গে খুলনার রূপান্তর থিয়েটারের পটগানের শিল্পীদের ব্যতিক্রমী পরিবেশনায় উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে। নাচ পরিবেশন করেন 'নৃত্যরঙ'-এর শিল্পীরা।

অনুষ্ঠানস্থলে মুহম্মদ জাফর ইকবালের আগমনে তৈরি হয় আলাদা চাঞ্চল্য। এই পর্বে খুদে গণিতবিদদের মজার মজার সব প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। বলেন, 'আজকে তোমরা যারা পুরস্কার পাবে না, তাদের মন খারাপের কোনো কারণ নেই। আমি নিজে ছোটবেলায় কোনো পুরস্কার পাইনি। আসলে পুরস্কার পাওয়ার চেয়ে পুরস্কার দিতে পারাটা অনেক আনন্দের।'

সমাপনী দিনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বিশিষ্ট গণিতবিদ অধ্যাপক খোদাদাদ খান ও বাংলাদেশ গণিত দলের কোচ ড. মাহবুব মজুমদার।

আরও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক লায়েক সাজ্জাদ এন্দেল্লাহ, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. রেজাউর রহমান, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এফ আর সরকার, সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রাদার রবি পিউরিফিকেশনস ও গণিতের শিক্ষক দীপক কুমার সাহা, ড. শাহাদাত উল্লাহ, অধ্যাপক মাগলুব আল নূর, ড. আহমেদ খুরশীদ, তাজিমা এইচ মজুমদার প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড সামনে রেখে জুনিয়র, সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরির সেরা প্রতিযোগীদের নিয়ে ঢাকায় ক্যাম্প করা হবে। সেখান থেকে কয়েক ধাপে এ বছরের আইএমওর জন্য দল নির্বাচন করা হবে।

গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান বলেন, 'প্রাইমারি ক্যাটাগরিতে কেউ যদি খুব ভালো করে, তা হলে তাকে পর্যবেক্ষক হিসেবে হংকংয়ে অনুষ্ঠেয় আইএমওতে নিয়ে যাওয়া হবে।' এ ছাড়া ২০১৭ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠেয় ক্যাঙারু অলিম্পিয়াডের আগে সবগুলো বিভাগীয় শহরে আলাদা ক্যাম্প করার ঘোষণাও দেন তিনি।

সমাপনী দিনে আঞ্চলিক পর্যায়ে সেরা ভেন্যু নির্বাচিত হয়েছে সিরাজগঞ্জ। এ ছাড়া গণিত উৎসবে ১৩ বছর ধরে যুক্ত থাকার স্বীকৃতিস্বরূপ রাজশাহী বন্ধুসভার মাসুদ রানাকে স্বেচ্ছাসেবক সম্মাননা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অংশ সঞ্চালনা করেন গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির একাডেমিক কাউন্সিলর মাহমুদুল হাসান।